# মানুষের কুকুরপ্রেমেই বাড়ছে দ্বন্দ্ব-মৃত্যু

এই সময়: গত বছর ডিসেম্বরের ঘটনা। গুজরাটের রাজকোটে এক মহল্লায় চার বছরের একটি মেয়ে খেলতে বেরিয়েছিল। হঠাৎ তার উপর হামলা চালায় ৮-১০টি কুকুরের দল। রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটিকে উদ্ধার করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার।

চলতি বছরের মে মাসের ঘটনার কথাও ধরা যেতে পারে। তেলঙ্গানার ভিকারাবাদ জেলায় পাঁচ মাসের ঘুমন্ত শিশুর উপর আক্রমণ করে একটি পথকুকুর। শিশুটি নিজের বিছানায় ঘুমোচ্ছিল, ঘরে তখন কেউ ছিল না। অভিযোগ, পথকুকুরটি তখনই ঘরে ঢোকে এবং এমন ভাবে শিশুটিকে আক্রমণ করে যে, তারও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। পরে ওই কুকুরটিকে পিটিয়ে মারেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

TALKING পয়েন্ট

দিল্লি, গুজরাট বা পশ্চিমবঙ্গ— দেশের নানা প্রান্ত থেকেই ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে এমন খবর, যেখানে কুকুর-মানুষে দ্বন্দ্ব রক্তক্ষয়ী এবং প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে। কুকুরদের ওপর মানুষের অত্যাচারের খবরও কম আসছে এমন নয়। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া এই 'কনফ্লিক্ট' নিয়ে উদ্বিগ্ন বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীরা। তাঁরা এই দ্বন্দ্ব-হিংসার বেশ কিছু কারণও চিহ্নিত করেছেন। সেখানে বেলাগাম পশুপ্রেমও উঠেছে কাঠগড়ায়। বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এই উদ্বেগ ও কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়েই বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের দাবি,

## ডগ-হিউম্যান কনফ্লিক্ট ডেটা

| পশ্চিমবঙ্গ | | দেশ | |
|---|---|---|---|
| সাল | কতজনকে কামড় | সাল | কতজনকে কামড় |
| ২০১৮ | ৩৯০৪৩৪ | ২০১৮ | ৭৫৬৬৪৬৭ |
| ২০১৯ | ৪৪৩৭৬৮ | ২০১৯ | ৭২৬৯৪১০ |
| ২০২০ | ৪৩১৬৪৯ | ২০২০ | ৪৭৫৮০৪১ |
| ২০২১ | ৪৮৮৪৬২ | ২০২১ | ৩২৩৫৫৯৫ |
| ২০২২ | ২২৬২৭ | ২০২২ | ২১৮০১৮৫ |
| ২০২৩ | ৪২৯০৫ | ২০২৩ | ২৭৫৯৭৫৮ |

বিশেষজ্ঞদের মতে ২০২২ ও ২০২৩-এ কুকুরের কামড়ের হিসেবে যে কম দেখা যাচ্ছে তা রিপোর্ট না হওয়ায় হতে পারে

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার

## দাবি বিজ্ঞানীদের

এই দ্বন্দ্বের কারণগুলিতে মানুষের দায়ই সবচেয়ে বেশি!

আইসার কলকাতার ডগ ল্যাবের প্রধান বিজ্ঞানী অনিন্দিতা ভদ্রের মতে, এই পারস্পরিক হিংসা ও দ্বন্দ্বের মূল

▸ এরপর তিনের (এই শহর) পাতায়

# মানুষের প্রেমেই

▶ প্রথম পাতার পর

কারণ চারটি। তার অন্যতম, অপরিকল্পিত ভাবে কুকুরদের খাবার দেওয়া। অনিন্দিতার কথায়, 'দেখবেন, কোনও কোনও পাড়ায় কুকুরের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। দেখা যাবে সেখানে এক বা একাধিক ব্যক্তি কুকুরদের নিয়মিত খাবার দিচ্ছেন। অন্য জায়গায় সেই অনুপাতে খাবার দেওয়া হচ্ছে না বা একেবারেই খাবার দেওয়া হচ্ছে না।' এই অপরিকল্পিত ফিডিংয়ের জন্য একটা এলাকায় খাবার না পেয়ে কুকুর কমছে, অন্য এলাকায় খাবার পেয়ে কুকুর বাড়ছে। এতে এলাকা এবং খাবারের দখল নিয়ে কুকুরদের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা, মারামারি বাড়ছে, তেমনই সেই গোলমালের মধ্যে মানুষ পড়ে গেলে তার উপরেও হামলা করছে সারমেয়রা। অনিন্দিতাদের মতে, পরিকল্পনা করে খাবার না-দিলে এই দ্বন্দ্ব বাড়বেই।

দ্বন্দ্বের আরও একটি কারণ, সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মা কুকুররা ছানাকে নিয়ে অত্যন্ত প্রোটেকটিভ থাকে। তখন অতিরিক্ত আদর থেকে ছানাদের কেউ ভালোবাসতে গেলে বা কেউ আক্রমণ করলে মা কুকুর পাল্টা হামলা করছে। মেটিং সিজ়নে যখন কুকুররা যৌনতায় লিপ্ত, তখন মানুষের অকারণ ভয় দেখানো, ঢিল ছোড়ার ঘটনা থেকেও আক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে। বেঙ্গালুরুর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী অংশুমান দশরথী জানাচ্ছেন, ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে কুকুরের কামড়ের ঘটনা ঘটেছে ৪২,৯০৫টি। সারা দেশে ২ কোটি ৭৫ লক্ষেরও বেশি কুকুরের কামড়ের ঘটনা রিপোর্টেড হয়েছে। এই উর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে উদ্বিগ্ন অংশুমান বলছেন, 'মানুষ বলেই আমরা কুকুরদের জীবন নির্ধারণ করতে পারি না। প্রাকৃতিক নিয়মকে উপেক্ষা করে কুকুরদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ না করে বরং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এগোলে এই দ্বন্দ্ব-হিংসা কমতে পারে।' অনিন্দিতারা জানাচ্ছেন, ৬৩% পথকুকুরের মৃত্যু ঘটে মানুষের কারণে। তা সে গাড়ি চাপা হোক অথবা অতিরিক্ত ভালোবাসায় সদ্য জন্মানো কুকুরছানাকে তুলে আনা। মা ছাড়া যে শাবক ভালো থাকতে পারে না সেটা ডগ লাভারদের বুঝতে হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার সংগঠন সারা দেশে সমীক্ষা করার দাবি তুলেছিল। সমীক্ষায় তারা জানতে চেয়েছিল, মানুষের অধিকার না পশুর অধিকার, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? পথকুকুরদের নিয়ে কাজ করেন অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত। তাঁর কথায়, 'যাঁরা ডগ লাভার, তাঁদেরই ঠিক করতে হবে যে, এই এলাকায় যদি আমি খাবার দিই, তাহলে পাশের এলাকায় অন্য কাউকে যেতে হবে। কুকুরদের উপর মানুষের অকারণ আক্রমণের বিরুদ্ধে মিউমিউ করলেও চলবে না।' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি তথা সল্টলেকের বাসিন্দা অভিজিৎ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'খাবার পরিকল্পনা করে দেওয়া, নিয়মিত কুকুরদের নির্বীজকরণ এবং ভ্যাকসিনেশনের দিকে নজর রাখলেই এই সমস্যা বাড়ে না।' দেবলীনা এবং অভিজিৎ দুজনেই মনে করেন, অকারণ আক্রমণ বন্ধ করলেই এই দ্বন্দ্বের নিরসন হবে।

# Feed strays responsibly to avoid man-dog conflict in neighbourhoods, say experts

Sarthak.G@timesgroup.com

**Kolkata**: Animal lovers, researchers and members of various animal welfare associations have come together to create awareness about the right way of feeding street dogs. They think such awareness will help in curbing dog-human conflicts, which have been reported from different pockets of the city and suburbs in the recent past.

Anindita Bhadra, associate professor of IISER-Kolkata and a scientist researching on stray dogs, said: "Feeding strays is a major concern when it comes to the dog-human conflict. We cannot expect everyone to be animal lovers. We have found when some people feed strays on the road, some object, claiming that the dogs dirty the area. To address these issues, dog lovers should follow some norms while feeding strays."

## WHAT YOU SHOULD DO

Feeding in small groups instead of a pack is the right thing to do

- Use small containers to feed strays
- Feed dogs in small groups instead of bringing them together at one place
- Establishing feeding stations is necessary
- These food stations should be chosen in remote areas
- Dog lovers need to guard till strays finish eating

Bhadra and Amshuman Dasarathy, a member of the organization Socratus, pointed that feeding a pack of 10 street dogs together in a particular place is "unscientific". He said: "The old way of giving leftovers from households to two or three dogs is the right way. We advise people to give small amount of food to a few strays in different places so that they will not scramble at one place. We are also noticing wounds among strays because of their group fights and the wrong method of feeding is responsible for this."

Dasarathy said, "While we do not expect all to be dog-friendly, we should come together to weed out dog-human conflict. In Bengal cases of dog bites due to such conflict increased from 22,627 in 2022 to 42,905 in 2023."

Susmita Roy, executive member of 'Love N Care For Animals', said: "Irresponsible way of taking care of street animals can lead to the growth of agitation amongst people and this in turn results in animal cruelty. Feeding street dogs in a proper way is important." She suggested that dogs should be fed in remote areas far from main roads.

"Strays should be fed responsibly to avoid potential problems. Establishing feeding stations in collaboration with animal welfare organisations can solve the issue. Use of small containers is advisable so that all the dogs do not pounce on a bucket full of food," said Poulami Bhowmick, an advocate of Calcutta High Court and a resident of Baranagar, who feeds strays daily.

...Siliguri - 734 ... and published at 105/7A, S.N.Banerjee Road, Kolkata - 700014. Editor: Sunando Sarkar

## 2005 to 2020: 43% of cases from state

# Bengal had most rabies cases: Data

DEBRAJ MITRA AND SAMARPITA BANERJEE

- Bengal accounts for more than 40 per cent of the rabies cases in India between 2005 and 2020
- Goa, which implemented a mass dog vaccination programme in 2015, did not see a single rabies case between 2018 and 2022

**Calcutta:** Researchers and organisations working to mitigate human-dog conflict shared some insights into the scale of the problem at a news conference on Wednesday.

They called for more objective media coverage of the conflict.

"An instance of conflict between a dog and a human can result in tragic consequences. However, while reporting on cases of human-dog conflict, it is important to bear in mind that the story does not begin and end at the moment of conflict," said a dossier from the organisers.

Using tropes such as "dog menace" to whip up public emotions often does more harm than good, they said.

"We share a long history of sharing space with animals. Dogs and humans have co-existed for centuries in this land and they are an important component of the urban ecosystem. A scientific understanding of their lives and balanced ecosystem management can lead to conflict reduction and sustainable urban development," said Anindita Bhadra, associate professor at IISER Kolkata, who is studying the behavioural ecologies of India's free-ranging dogs or street dogs, said.

### CANINE COUNT

- In Bengal, the number of street dogs declined marginally from 11,57,170 in 2012 to 11,40,165 in 2019
- The number of street dogs declined in the majority of states — from 1,71,38,349 in 2012 to 1,53,09,355 in 2019. The last count was held in 2019
- Uttar Pradesh and Karnataka have the highest number of street dogs

**Source:** Data presented in the Lok Sabha by the Union ministry of fisheries and animal husbandry

The organisers cited a November 2023 *Lancet* research paper that studied rabies trends using data from the National Health Profile (NHP), a collection of state-wise monthly health condition reports between 2005 and 2020.

It showed that India recorded 2,863 cases of rabies between 2005 and 2020. "Five states contributed to over three-fourths of the total burden: West Bengal (43%), Andhra Pradesh (10%), Maharashtra (8%), Karnataka (7%) and Delhi (6%)," it said.

Bengal accounted for 1,225 cases in the period. "Despite the high burden, incidence of rabies has consistently declined in this period in Bengal," the dossier said.

Rabies is a virus that spreads to people from the saliva of infected animals.

"Dog bites and scratches cause 99% of the human rabies cases, and can be prevented through dog vaccination and bite prevention. Once the virus infects the central nervous system and clinical symptoms appear, rabies is fatal in 100% of cases," says the WHO website.

"India is endemic for rabies and accounts for 36% of the world's rabies deaths... it causes 18,000-20,000 deaths every year."

For prevention, mass dog vaccination has proven to be an effective tool, amongst other measures.

Goa is a case in point. The state initiated a State Rabies Control Programme in 2015. It has three elements: mass dog vaccination, rabies surveillance, and education and awareness.

Data from 2015-2022 shows Goa has not had a single case of human rabies since 2018.

The programme is not robust in Bengal, said Bhadra. "It happens in pockets and not regularly," she said.

"While we do not expect or even desire complete agreement from different stakeholders, measured reporting can help enable productive debates to address problems like human-dog conflict," said Amshuman Dasarathy, an associate at Socratus, an organisation that promotes public conversations on this issue.

# भारत में मानव–कुत्ते संघर्ष को कम करने के लिए एक्सपर्ट्स वैज्ञानिक समझ और संतुलित रणनीतियों के महत्व पर जोर देते हैं

कोलकाता, 12 जून, 2024: मानव–पशु अध्ययन शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और कल्याण संगठनों का एक समूह मानव–कुत्ते संघर्ष पर तथ्यात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बुधवार को एक साथ आया और मीडिया संगठनों से ऐसे मामलों पर अधिक उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने और कवर करने का आग्रह किया।

आईआईएसईआर कोलकाता में एसोसिएट प्रोफेसर और भारत के स्वतंत्र कुत्तों की व्यवहारिक पारिस्थितिकी पर शोध करने वाली एक प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. अनिंदिता भद्रा ने सत्र के लिए संदर्भ निर्धारित किया। हम जानवरों के साथ स्थान साझा करने का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं। कुत्ते और इंसान इस भूमि पर सदियों से सह–अस्तित्व में हैं और वे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। उनके जीवन की वैज्ञानिक समझ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन से संघर्ष में कमी आ सकती है। यहां प्रेस क्लब में हुई चर्चा कुत्तों के काटने की मीडिया रिपोर्टिंग पर केंद्रित थी। मानव–कुत्ते संबंधों की सामाजिक–पारिस्थितिक जटिलताओं की उपेक्षा करते हुए सार्वजनिक भावनाओं को भड़काने के लिए 'कुत्ते के खतरे' जैसी बातों का उपयोग करते हुए इसे अक्सर आतंक की भयानक कहानियों के रूप में कैसे पैक किया जाता है। इंटरैक्टिव सत्र का उद्देश्य मानव–कुत्ते संघर्ष पर अधिक रचनात्मक रिपोर्टिंग करना था, क्योंकि मीडिया संघर्ष और सह–अस्तित्व के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहरों में जानवर हमेशा मनुष्यों के साथ सह–अस्तित्व में रहेंगे। हम एक बाँझ बुलबुले में नहीं रह सकते हैं और उत्पन्न होने वाले अपरिहार्य संघर्ष को दूर नहीं कर सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण मीडिया रिपोर्टिंग मानव–पशु संबंधों की कहानी को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकती है, और इसे कम करने के लिए रणनीतियों में मदद कर सकती है लोगों, ग्रह और जानवरों के लिए सकारात्मक परिणामों के लिए काम करने वाली एक गैर–लाभकारी संस्था, समयायु के संस्थापक वरदा मेहरोत्रा ने कहा, यह संघर्ष है। मानव और कुत्तों के संबंधों पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है।

# পথকুকুরদের নিয়ে

মানুষ যদি রাস্তার কুকুরের আচার-আচরণ ঠিকমতো বুঝতে পারে, তাহলে কুকুর নিয়ে সমাজে আর সমস্যা থাকে না। বললেন কলকাতা আইআইএসইআর-এর অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপিকা গবেষক ড. অনিন্দিতা ভদ্র। বুধবার ডগস ট্রাস্ট ওয়ার্ল্ডওয়াইড, সক্রাটাস, সামাইয়ু, রিমার্কিং ওয়ান হেলথ ইন্ডিজ ও দ্য ডগ ল্যাব— একযোগে সাংবাদিক সম্মেলন ও আলোচনার আয়োজন করেছিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে। সেখানেই এ কথা বলেন অনিন্দিতা ভদ্র। তাঁর কথায়, 'বিজ্ঞানসম্মত বোঝাপড়ার মাধ্যমেই মানুষ-কুকুর বিরোধ কমানো সম্ভব।' অন্যদের মধ্যে ছিলেন সামাইয়ু-র প্রতিষ্ঠাতা ভদ্র মেহরোত্রা, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের সিনিয়র লেকচারার কৃত্তিকা শ্রীনিবাসন প্রমুখ।

'হিউম্যান ডগ কনফ্লিক্ট ইন ইন্ডিয়া'র আলোচনা

# কুকুর কামড়ের জন্য দায়ী কিছু মানুষের আদিখ্যেতা

**স্টাফ রিপোর্টার:** খাবারের অভাব হলে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় চলে যায় পথকুকুর। এটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই চলে যাওয়া আটকে দিচ্ছে পথ কুকুরদের খাবার খাওয়ানোর 'ঢল'। বালতি করে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুকুরকে খাইয়ে যাচ্ছেন কেউ কেউ। এতে কিছু কিছু পাড়ায় কুকুরের সংখ্যা সাঙ্ঘাতিকভাবে বেড়ে গিয়েছে। সেখানে কুকুরের কামড় খাওয়ার ঘটনাও ঘটছে অহরহ। বুধবার 'হিউম্যান ডগ কনফ্লিক্ট ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক আলোচনায় উঠে এল এমনই তথ্য। পথকুকুরদের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের অধ্যাপক ডা. অনিন্দিতা ভদ্র। কেন কুকুর মানুষকে কামড়ায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অধ্যাপকের হাতে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য।

ডা. অনিন্দিতা ভদ্রর বক্তব্য, "কিছু কিছু পাড়ায় প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কুকুর। এর নেপথ্যে পরিকল্পনাহীনভাবে কুকুরকে খাওয়ানো। কুকুরের ভিতরে রয়েছে পরিযায়ী স্বভাব। এক পাড়ায় খাবারের অভাব হলে সে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু এখন কিছু কিছু পাড়ায় এত খাবার দেওয়া হচ্ছে যে, কুকুর অন্য কোথাও যাচ্ছে না। উল্টে অন্য পাড়া থেকে কুকুর চলে আসছে সে পাড়ায়। কুকুর বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খাবারের থালা। আর এখানেই বাঁধছে গন্ডগোল। ডা.অনিন্দিতা ভদ্রর যুক্তি, মানুষের যৌথ পরিবারের মতোই কুকুরের পরিবার। সেখানেও ঝামেলা বাঁধে। তারপর? "যত বেশি সদস্য। তত বড় ঝামেলা। এর মাঝে পড়ে কামড় খান অনেকে।" কুকুরের কামড় বাড়ছে বাংলায়। তথ্য বলছে, ২০১৮ সালে বাংলায় কুকুরের কামড়ের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৩৪। ২০২১-এ তা দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষ ৮৮ হাজারেরও বেশি। শুধুমাত্র একটি নয়। কুকুর কামড়ানোর নেপথ্যে রয়েছে আরও অনেক কারণ। গবেষণায় দেখা গিয়েছে আরও তিনটে কারণে কুকুর কামড়ায়।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কুকুরদের বাচ্চা হলে মা কুকুর স্বাভাবিক নিয়মে তাদের রক্ষা করতে চায়। সে সময় কুকুরছানাকে কেউ হাতে নিতে গেলে তাঁকে কামড়ে দেওয়ার ঘটনা স্বাভাবিক। ডা. অনিন্দিতা ভদ্রর বক্তব্য, "কুকুররা খুব টেরিটোরিয়াল। এরা নিজেদের সীমানা মেনে চলে। সীমানা নিয়ে দুটো দলের মারামারি শুরু হলে মাঝে পড়ে কেউ কামড় খেয়ে যেতে পারেন।" তৃতীয়ত, প্রজননের সময় পুরুষ কুকুর একটা পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যায়। সে সময় তাদের মেজাজ খিঁচড়ে থাকে। সেময়ও মানুষকে কামড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তবে গবেষকরা বলছেন, কুকুর মানুষকে কামড়ায় বলে সেটা নিয়ে হইচই করলে হবে না। নেপথ্যের কারণটা জানতে হবে। শুধুমাত্র রাস্তার কুকুর নয় বাড়ির পোষা কুকুরও কামড়ায় অহরহ। গবেষকরা বলছেন, দরকার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, একটি পথকুকুরের বছরে যতগুলো বাচ্চা হয় তার মধ্যে সিংহভাগই মারা যায়। ষাট শতাংশ ক্ষেত্রে এই মারা যাওয়ার নেপথ্যে মানুষ! যেমন? ডা. অনিন্দিতা ভদ্রর কথায় অনেক ছোট বাচ্চা মিষ্টি কুকুরছানা বাড়িতে নিয়ে আসে। কদিন পরেই গন্ডগোল। সে কুকুরছানাকে বের করে দেওয়া হয়। পরিণাম? মৃত্যু। "অত ছোট কুকুর মাকে ছাড়া বাঁচতে পারে না।"

द रिपब्लिक इण्डियन
सूचित रहनुहोस्



Repoter June 12, 2024

# विशेषज्ञहरूले भारतमा मानव-कुकुर द्वन्द्व कम गर्न वैज्ञानिक समझ र सन्तुलित रणनीतिहरूको महत्त्वलाई जोड दिए

**कोलकाता:** मानव-पशु अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरू, वैज्ञानिकहरू र कल्याणकारी संस्थाहरूको समूह बुधवार मानव-कुकुर द्वन्द्वमा जानकारीमूलक परिप्रेक्ष्य प्रदान गर्न अनिमिडिया संगठनहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूलाई थप सक्रिय रूपमा रिपोर्ट गर्न र अनुरोध गर्न आग्रह गरेको छ। आईआईएसईआर कोलकाताकी एसोसिएट प्रोफेसर डा. अनिन्दिता भद्रा र भारतमा फ्री रेन्जर कुकुरहरूको व्यवहारिक पारिस्थितिकी अनुसन्धान गर्ने प्रख्यात वैज्ञानिकले सत्रको सन्दर्भ सेट गरिन्। उनले भनिन्, 'हामीले जनावरहरूसँग उचित स्थान साझा गर्ने लामो इतिहास साझा गर्छौं। कुकुर र मानिस शताब्दीयौंदेखि यस भूमिमा सह-अस्तित्वमा छन् र शहरी इकोसिस्टममा महत्त्वपूर्ण अभिनेता हुन्। उनीहरूको जीवन र सन्तुलित पारिस्थितिकीको वैज्ञानिक बुझाइले द्वन्द्व न्यूनीकरण र दिगो सहरी विकासको नेतृत्व गर्नसक्छ।'

प्रेस क्लबमा भएको चर्चाले कुकुरको टोकाइको मिडिया रिपोर्टिङमा केन्द्रित थियो। यसलाई कसरी आतंकका कथाहरूका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा 'कुकुरको धम्की' जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ, जबकि सामाजिक-पारिस्थितिक जटिलताहरू मानव-कुकुर सम्बन्धलाई बेवास्ता गरिन्छ। यस बैठकमा द्वन्द्वका विषयमा अतिवादी अडान नलिन सञ्चारमाध्यमलाई पनि आग्रह गरिएको थियो। उदाहरणका लागि, एउटा छलफलले सडकका कुकुरहरूलाई सामूहिक हत्या वा 'आश्रयस्थलहरूमा' थुन्ने जस्ता अन्य माध्यमहरूबाट हटाउने पक्षमा तर्कहरूलाई खण्डन गर्ने थियो। यसले स्पष्ट गर्यो कि उन्मूलन विरलै द्वन्द्व कम गर्नको लागि प्रभावकारी वा व्यावहारिक समाधान हो, र विशेष गरी भारत जस्तो ठाउँमा पाइने जटिल सामाजिक र पारिस्थितिक परिस्थितिहरूमा प्रतिकूल हुनसक्छ।

'पर्यावरणीय व्यवस्थापन, शिक्षा, र न्यूटरिङ र खोपदेखि लिएर द्वन्द्वका विभिन्न स्रोतहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न रणनीतिहरू आवश्यक छन्। जनता-सडक कुकुर अन्तरक्रियाका सकारात्मक आयामहरूलाई सुदृढ गर्न सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलहरू पनि आवश्यक छ किनकि यसले मानव कल्याणमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुऱ्याउँछ, किनकि समाजकृत सडक कुकुरहरू द्वन्द्वमा संलग्न हुने सम्भावना कम हुन्छ', एडिनबर्ग विश्वविद्यालयमा मानव भूगोलका वरिष्ठ व्याख्याता तथा स्ट्रीट डग्स एण्ड पब्लिक हेल्थ (आरओएच-आईएनडीआईईएस)मा अनुसन्धान अध्ययनका प्रमुख अन्वेषक कृतिका श्रीनिवासनले मानव-कुकुर द्वन्द्व र सम्बोधन गर्ने रणनीतिहरूसँग सम्बन्धित मुख्य तत्वहरूमा भनिन्। उनले भनिन्, 'यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुको पछाडिको विचार भनेको वैज्ञानिक रूपमा सही र तथ्यपरक जानकारी पेश गर्नुको महत्त्वलाई बुझेर समाधानको हिस्सा बन्नु हो विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट पूर्ण सहमतिको अपेक्षा नगर्नुहोस्, सावधान र मापन गरिएको रिपोर्टिङले थप उत्पादक बहस र असहमतिलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नसक्छ। जसले मानव-कुकुर द्वन्द्व जस्ता जटिल समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।'

# Experts Underscore Importance of Scientific Understanding & Balanced Strategies For Mitigating The Human-Dog Conflict In India

desk · 20 hours ago 0

A group of human-animal studies researchers, scientists and welfare organisations came together on Wednesday to provide factual perspectives on human-dog conflicts and urged media organizations to report on and cover such instances in a more objective and proactive manner.

Dr. Anindita Bhadra, Associate Professor at IISER Kolkata, and an eminent scientist researching the behavioural ecologies of India's free-ranging dogs, set the context for the session. "We share a long history of sharing space with animals. Dogs and humans have co-existed for centuries in this land and they are an important component of the urban ecosystem. A scientific understanding of their lives and balanced ecosystem management can lead to conflict reduction and sustainable urban development." The discussion, which took place at the Press Club here, focused on media reporting of dog bites and how it is often packaged as gruesome stories of terror, using tropes such as 'the dog menace' to whip public emotions while disregarding the socio-ecological complexities of human-dog relations. The objective of the interactive session was to build towards more constructive reporting on human-dog conflict, as the media plays a vital role in shaping the future of conflict and coexistence.

"Animals will always co-exist with humans in cities. We cannot live in a sterile bubble and cannot wish away the inevitable conflict that arises. Objective media reporting can significantly temper the narrative of the human-animal relationship, and help with strategies for mitigating this conflict," said Varda Mehrotra, founder of Samayu, a non-profit working for positive outcomes for people, planet, and animals. The gathering also called upon the media to avoid holding extreme positions on these topics of conflict. For instance, one of the discussion points was to negate arguments in favour of mass culling or the eradication of street dogs through other means such as confinement in 'shelters'. It was explained that eradication is rarely an effective or workable solution to reduce conflict, and can be counterproductive, especially in the complex social and ecological conditions found in a place such as India "Public debates around street dogs emphasise human-dog conflict, and overlook commonplace positive interactions. A variety of strategies are needed to address different sources of conflict, ranging from environmental management, education, and neutering and vaccination. Public health initiatives are also needed to strengthen positive dimensions of people-street dog interactions as these contribute to human wellbeing directly as well as indirectly, as socialised street dogs are less likely to be involved in conflict," said Krithika Srinivasan, a Senior Lecturer in Human Geography at the University of Edinburgh, and principal investigator of a research study on street dogs and public health (ROH-Indies).

A dossier containing information on key elements related to human-dog conflict and strategies to address the same was also shared with journalists. This dossier includes data relating to rabies incidence in India, dog bite statistics, measures taken to address human-dog conflict and to manage dog populations, the lay of the legal landscape, and scientific research relating to the most common forms of human-street dog interactions. The idea behind organizing the event was to invite the media to come together and be a part of the solution by recognizing the importance of presenting scientifically accurate and factual information to readers.

"While we do not expect or even desire complete agreement from different stakeholders, careful and measured reporting can help to enable more productive debates and disagreements that are required to address complex problems like human-dog conflict" said Amshuman Dasarathy, an Associate at Socratus, an organization that is working to promote more nuanced public conversations on this issue. This was the first in a series of media convenings that the group of organizations will be holding across the country.

the bengal

# Experts Underscore Importance Of Scientific Understanding & Balanced Strategies For Mitigating The Human-Dog Conflict In India

Kolkata

June 12, 2024 Admin Leave A Comment

**Kolkata :** A group of human-animal studies researchers, scientists and welfare organisations came together on Wednesday to provide factual perspectives on human-dog conflicts and urged media organizations to report on and cover such instances in a more objective and proactive manner.

**Dr. Anindita Bhadra,** Associate Professor at IISER Kolkata, and an eminent scientist researching the behavioural ecologies of India's free-ranging dogs, set the context for the session. "We share a long history of sharing space with animals. Dogs and humans have co-existed for centuries in this land and they are an important component of the urban ecosystem. A scientific understanding of their lives and balanced ecosystem management can lead to conflict reduction and sustainable urban development."
The discussion, which took place at the Press Club here, focused on media reporting of dog bites and how it is often packaged as gruesome stories of terror, using tropes such as 'the dog menace' to whip public emotions while disregarding the socio-ecological complexities of human-dog relations.

The objective of the interactive session was to build towards more constructive reporting on human-dog conflict, as the media plays a vital role in shaping the future of conflict and coexistence.
"Animals will always co-exist with humans in cities. We cannot live in a sterile bubble and cannot wish away the inevitable conflict that arises. Objective media reporting can significantly temper the narrative of the human-animal relationship, and help with strategies for mitigating this conflict," said Varda Mehrotra, founder of Samayu, a non-profit working for positive outcomes for people, planet, and animals.

The gathering also called upon the media to avoid holding extreme positions on these topics of conflict. For instance, one of the discussion points was to negate arguments in favour of mass culling or the eradication of street dogs through other means such as confinement in 'shelters'. It was explained that eradication is rarely an effective or workable solution to reduce conflict, and can be counterproductive, especially in the complex social and ecological conditions found in a place such as India
"Public debates around street dogs emphasise human-dog conflict, and overlook commonplace positive interactions. A variety of strategies are needed to address different sources of conflict, ranging from environmental management, education, and neutering and vaccination. Public health initiatives are also needed to strengthen positive dimensions of people-street dog interactions as these contribute to human wellbeing directly as well as indirectly, as socialised street dogs are less likely to be involved in conflict," said Krithika Srinivasan, a Senior Lecturer in Human Geography at the University of Edinburgh, and principal investigator of a research study on street dogs and public health (ROH-Indies).

A dossier containing information on key elements related to human-dog conflict and strategies to address the same was also shared with journalists. This dossier includes data relating to rabies incidence in India, dog bite statistics, measures taken to address human-dog conflict and to manage dog populations, the lay of the legal landscape, and scientific research relating to the most common forms of human-street dog interactions.

The idea behind organizing the event was to invite the media to come together and be a part of the solution by recognizing the importance of presenting scientifically accurate and factual information to readers. "While we do not expect or even desire complete agreement from different stakeholders, careful and measured reporting can help to enable more productive debates and disagreements that are required to address complex problems like human-dog conflict" said Amshuman Dasarathy, an Associate at Socratus, an organization that is working to promote more nuanced public conversations on this issue.
This was the first in a series of media convenings that the group of organizations will be holding across the country.

# কুকুরের বেঁচে থাকার লড়াই নিয়ে আলোচনা

**স্টাফ রিপোর্টার ঃ** মানব-প্রাণী স্টাডিজ গবেষক, বিজ্ঞানী, কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের একটি গ্রুপ বুধবার ভারতে মানুষ ও কুকুরের লড়াই নিয়ে এক কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে এই ধরণের ঘটনা ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে আবেদন জানানো হয়। আইআইএসইআর কলকাতার সহকারী অধ্যাপক চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী অনিন্দিতা ভদ্র ভারতে কুকুরদের ব্যবহারিক ইকোলজি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, পশুদের জায়গা ছাড়ার আমাদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। শহরতলির বাস্তুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ কুকুর ও মানুষের এই লড়াই। কয়েক শতক ধরে এই লড়াই চলে আসছে। তাদের জীবনকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বোঝা ও ভারসাম্য বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনা মানুষ ও কুকুরের মধ্যে লড়াই কমানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে সুসংহতভাবে শহরতলির উন্নয়নও হবে। এদিন প্রেস ক্লাবে এই বিষয়ে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। কুকুরের কামড় নিয়ে সংবাদমাধ্যমের খবর করার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। এর

ফলে একশ্রেণীর সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বেড়ে চলেছে। এই বিষয়ে সামায়ুর প্রতিষ্ঠাতা ভার্দা মেহরোত্রা বলেন, শহরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সবসময় বসবাস করে কুকুর। কুকুর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে লড়াই আমরা কোনওভাবে এড়িয়ে চলতে পারি না। ইতিবাচক রিপোর্টিং সাধারণ মানুষ ও কুকুরের মধ্যে সম্পর্ককে আরও ভাল করতে সাহায্য করবে।

এই বিষয়ে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান জিওগ্রাফি বিভাগের প্রবীণ লেকচারার কৃতিকা শ্রীনিবাসন বলেন, পথকুকুরদের নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতর্ক লেগে রয়েছে। বিভিন্ন ধরণের কৌশল বিভিন্ন ধরণের বিতর্কের জন্ম দেয়। জনস্বাস্থ্যকর উদ্যোগ সাধারণ মানুষের সঙ্গে পথ কুকুরদের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে।

# মানুষের কুকুরপ্রেমেই বাড়ছে দ্বন্দ্ব-মৃত্যু, দাবি বিজ্ঞানীদের - scientists and social workers expressed concern dog and human conflicts in country becoming bloody and deadly

eisamay.com/west-bengal-news/kolkata-news/scientists-and-social-workers-expressed-concern-dog-and-human-conflicts-in-country-becoming-bloody-and-deadly/articleshow/110961611.cms

জয় সাহা

## মানুষের কুকুরপ্রেমেই বাড়ছে দ্বন্দ্ব-মৃত্যু, দাবি বিজ্ঞানীদের

Authored byজয় সাহা | Produced bySুমন মাঝি | Ei Samay 13 Jun 2024, 1:19 pm
Follow

Subscribe

**দিল্লি, গুজরাট পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে দেশের নানা প্রান্ত ঘটেই চলেছে, কুকুর ও মানুষে দ্বন্দ্ব রক্তক্ষয়ী ও প্রাণঘাতীর ঘটনা। কুকুরদের ওপর মানুষের অত্যাচারের খবরও আসছে প্রতিনিয়ত। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীরা। তাঁরা এই দ্বন্দ্ব ও হিংসার বেশ কিছু কারণও চিহ্নিত করেছেন।**

## হাইলাইটস

- দেশের নানা প্রান্ত কুকুর-মানুষে দ্বন্দ্ব রক্তক্ষয়ী এবং প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে
- কুকুরদের ওপর মানুষের অত্যাচারের খবরও কম আসছে এমন নয়
- উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া এই 'কনফ্লিক্ট' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীরা

মানুষের কুকুরপ্রেমেই বাড়ছে দ্বন্দ্ব-মৃত্যু

**এই সময়:** গত বছর ডিসেম্বরের ঘটনা। গুজরাটের রাজকোটে এক মহল্লায় চার বছরের একটি মেয়ে খেলতে বেরিয়েছিল। তখনই হঠাৎ মেয়েটির উপর হামলা চালায় ৮-১০টি কুকুরের দল। রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটিকে উদ্ধার করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার।চলতি বছরের মে মাসের ঘটনার কথাও ধরা যেতে পারে। তেলঙ্গানার ভিকারাবাদ জেলায় পাঁচ মাসের ঘুমন্ত শিশুর উপর আক্রমণ করে একটি পথকুকুর। শিশুটি নিজের বিছানায় ঘুমোচ্ছিল, ঘরে তখন কেউ ছিল না। অভিযোগ, পথকুকুরটি তখনই ঘরে ঢোকে এবং এমন ভাবেই শিশুটিকে আক্রমণ করে যে, তারও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। পরে ওই কুকুরটিকে পিটিয়ে মারেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

দিল্লি, গুজরাট বা পশ্চিমবঙ্গ- দেশের নানা প্রান্ত থেকেই ইদানিং পাওয়া যাচ্ছে এমন খবর, যেখানে কুকুর-মানুষে দ্বন্দ্ব রক্তক্ষয়ী এবং প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে। কুকুরদের ওপর মানুষের অত্যাচারের খবরও কম আসছে এমন নয়। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া এই 'কনফ্লিক্ট' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীরা। তাঁরা এই দ্বন্দ্ব-হিংসার বেশ কিছু কারণও চিহ্নিত করেছেন।

বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠকে এই উদ্বেগ ও কারণ নিয়েই বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁদের মতে, এই দ্বন্দ্বের কারণগুলিতে মানুষের দায়ই সবচেয়ে বেশি! আইসার কলকাতার ডগ ল্যাবের প্রধান বিজ্ঞানী অনিন্দিতা ভদ্রের মতে, এই পারস্পরিক হিংসা ও দ্বন্দ্বের মূল কারণ চারটি। তার অন্যতম, অপরিকল্পিত ভাবে কুকুরদের খাবার দেওয়া।

অনিন্দিতার কথায়, 'দেখবেন, কোনও কোনও পাড়ায় কুকুরের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। দেখা যাবে সেখানে এক বা একাধিক ব্যক্তি কুকুরদের নিয়মিত খাবার দিচ্ছেন। অন্য জায়গায় সেই অনুপাতে খাবার দেওয়া হচ্ছে না বা একেবারেই খাবার দেওয়া হচ্ছে না।' এই অপরিকল্পিত ফিডিংয়ের জন্য একটা এলাকায় খাবার না পেয়ে কুকুর কমছে, অন্য এলাকায় খাবার পেয়ে কুকুর বাড়ছে। এতে এলাকা এবং খাবারের দখল নিয়ে কুকুরদের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা, মারামারি বাড়ছে, তেমনই সেই গোলমালের মধ্যে মানুষ পড়ে গেলে তার উপরেও হামলা করছে সারমেয়রা।

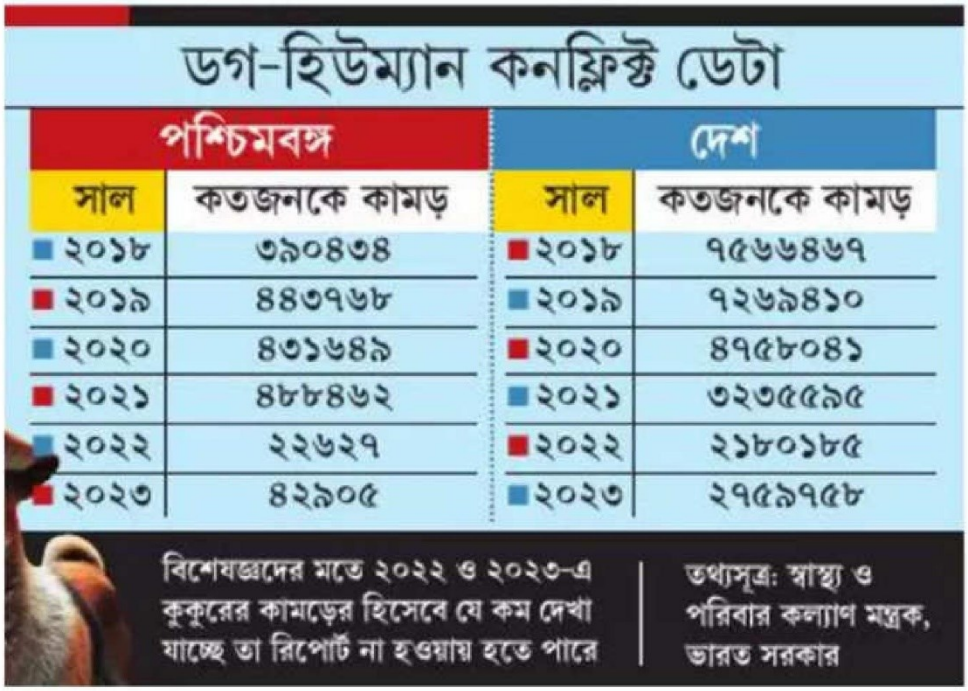


অনিন্দিতাদের মতে, পরিকল্পনা করে খাবার না-দিলে এই দ্বন্দ্ব বাড়বেই। দ্বন্দ্বের আরও একটি কারণ, সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মা কুকুররা ছানাকে নিয়ে অত্যন্ত প্রোটেকটিভ থাকে। তখন অতিরিক্ত আদর থেকে ছানাদের কেউ ভালোবাসতে গেলে বা কেউ আক্রমণ করলে মা কুকুর পাল্টা হামলা করছে। মেটিং সিজনে যখন কুকুররা যৌনতায় লিপ্ত, তখন মানুষের অকারণ ভয় দেখানো, ঢিল ছোড়ার ঘটনা থেকেও আক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে।

বেঙ্গালুরুর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী অংশুমান দশরথী জানাচ্ছেন, ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে কুকুরের কামড়ের ঘটনা ঘটেছে ৪২,৯০৫টি। সারা দেশে ২ কোটি ৭৫ লক্ষেরও বেশি কুকুরের কামড়ের ঘটনা রিপোর্টেড হয়েছে। এই ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে উদ্বিগ্ন অংশুমান বলছেন, 'মানুষ বলেই আমরা কুকুরদের জীবন নির্ধারণ করতে পারি না। প্রাকৃতিক নিয়মকে উপেক্ষা করে কুকুরদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ না করে বরং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এগোলে এই দ্বন্দ্ব-হিংসা কমতে পারে।'

অনিন্দিতারা জানাচ্ছেন, ৬৩% পথকুকুরের মৃত্যু ঘটে মানুষের কারণে। তা সে গাড়ি চাপা হোক অথবা অতিরিক্ত ভালোবাসায় সদ্য জন্মানো কুকুরছানাকে তুলে আনা। মা ছাড়া যে শাবক ভালো থাকতে পারে না সেটা ডগ লাভারদের বুঝতে হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

**Bird Flu In Humans : মুরগির মাংস-ডিম খাওয়া নিয়ে আতঙ্ক! মানুষের শরীরে কী ভাবে থাবা বার্ড ফ্লুয়ের? ব্যাখ্যা বিশেষজ্ঞদের**

এই প্রেক্ষিতে অনেকেরই মনে পড়ে যাচ্ছে, ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার সংগঠন সারা দেশে সমীক্ষা করার দাবি তুলেছিল। সমীক্ষায় তারা জানতে চেয়েছিল, মানুষের অধিকার না পশুর অধিকার, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? পথকুকুরদের নিয়ে কাজ করেন অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত। তাঁর কথায়, 'যাঁরা ডগ লাভার, তাঁদেরই ঠিক করতে হবে যে, এই এলাকায় যদি আমি খাবার দিই, তাহলে পাশের এলাকায় অন্য কাউকে যেতে হবে। কুকুরদের উপর মানুষের অকারণ আক্রমণের বিরুদ্ধে মিউমিউ করলেও চলবে না।' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি তথা সল্টলেকের বাসিন্দা অভিজিৎ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'খাবার পরিকল্পনা করে দেওয়া, নিয়মিত কুকুরদের নির্বিজকরণ এবং ভ্যাকসিনেশনের দিকে নজর রাখলেই এই সমস্যা বাড়ে না।' দেবলীনা এবং অভিজিৎ দুজনেই মনে করেন, অকারণ আক্রমণ বন্ধ করলেই এই দ্বন্দ্বের নিরসন হবে।

লেখকের সম্পর্কে জানুন

জয় সাহা

আমি জয় সাহা। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে এই সময় সংবাদপত্রের সাংবাদিক। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করার পর সাংবাদিকতার পেশায় মনোনিবেশ করি। এই সময় সংবাদপত্রে আমি মূলত শিক্ষা, রাজনীতি, দুর্নীতি, লাইফ স্টাইল, পেরেন্টিং, সিনিয়র সিটিজেন, শহর, সোশ্যাল মিডিয়া, সামাজিক আন্দোলন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত খবরাখবর পরিবেশন করে থাকি। ভালোবাসি ঘুরতে, ঘুমোতে, সিনেমা দেখতে এবং গান শুনতে। পছন্দের নায়ক শাহরুখ খান। পছন্দের শহর কলকাতা।... আরও পড়ুন

Follow

## পরের খবর

# Scientific Understanding & Balanced Strategies For Mitigating The Human-Dog Conflict In India

@ lifeofcalcutta June 13, 2024 7:38 pm 0

Kolkata: A group of human-animal studies researchers, scientists and welfare organisations came together on Wednesday to provide factual perspectives on human-dog conflicts and urged media organizations to report on and cover such instances in a more objective and proactive manner.

Dr. Anindita Bhadra, Associate Professor at IISER Kolkata, and an eminent scientist researching the behavioural ecologies of India's free-ranging dogs, set the context for the session. "We share a long history of sharing space with animals. Dogs and humans have co-existed for centuries in this land and they are an important component of the urban ecosystem. A scientific understanding of their lives and balanced ecosystem management can lead to conflict reduction and sustainable urban development."

The discussion, which took place at the Press Club here, focused on media reporting of dog bites and how it is often packaged as gruesome stories of terror, using tropes such as 'the dog menace to whip public emotions while disregarding the socio- ecological complexities of human-dog relations.

The objective of the interactive session was to build towards more constructive reporting on human-dog conflict, as the media plays a vital role in shaping the future of conflict and coexistence.

"Animals will always co-exist with humans in cities. We cannot live in a sterile bubble and cannot wish away the inevitable conflict that arises. Objective media reporting can significantly temper the narrative of the human-animal relationship, and help with strategies for mitigating this conflict," said Varda Mehrotra, founder of Samayu, a non-profit working for positive outcomes for people, planet, and animals.

# Experts Underscore Importance of Scientific Understanding & Balanced Strategies For Mitigating The Human-Dog Conflict In India

BY PRIYO CHITROSATHI NEWS June 13, 2024

RAJKUMAR DAS
#PRIYOCHITROSATHI NEWS

Kolkata, June 12, 2024:
A group of human-animal studies researchers, scientists and wellare organisations came together on Wednesday to provide factual perspectives on human-dog conflicts and urged media organizations to report on and cover such instances in a more objective and proactive manner

Dr. Anindita Bhadra, Associate Professor at IISER Kolkata, and an eminent scientist researching the behavioural ecologies of India's free-ranging dogs, set the context for the session. "We share a long history of sharing space with animals. Dogs and humans have co-existed for centuries in this land and they are an important component of the urban ecosystem. A scientific understanding of their lives and balanced ecosystem management can lead to conflict reduction and sustainable urban development"

The discussion, which took place at the Press Club here, focused on media reporting of dog bites and how it is often packaged as gruesome stories of terror, using tropes such as "the dog menace' to whip public emotions while disregarding the socio-ecological complexities of human-dog relations.

The objective of the interactive session was to build towards more constructive reporting on human- dog conflict, as the media plays a vital role in shaping the future of conflict and coexistence

"Animals will always co-exist with humans in cities. We cannot live in a sterile bubble and cannot wish away the inevitable conflict that arises. Objective media reporting can significantly temper the narrative of the human-animal relationship, and help with strategies for mitigating this conflict," sale Varda Mehrotra, founder of Samayu, a non-profit working for positive outcomes for people, plane and animals.

The gathering also called upon the media to avoid holding extreme positions on these topics conflict. For instance, one of the discussion points was to negate arguments in favour of mass culli or the eradication of street dogs through other means such as confinement in 'shelters'. It w explained that eradication is rarely an effective or workable solution to reduce conflict, and can counterproductive, especially in the complex social and ecological conditions found in a place such India

"Public debates around street dogs emphasise human-dog conflict, and overlook commonp positive interactions. A variety of strategies are needed to address different sources of conflict, ram from environmental management, education, and neutering and vaccination. Public health initia are also needed to strengthen positive dimensions of people-street dog interactions as these contr to human wellbeing directly as well as indirectly, as socialised street dogs are less likely to be inv in conflict," said Krithika Srinivasan, a Senior Lecturer in Human Geography at the Univers Edinburgh, and principal investigator of a research study on street dogs and public health

Indies).

A dossier containing information on key elements related to human-dog conflict and strate

address the same was also shared with journalists. This dossier includes data relating to rabies incident in india, the lay of the legal landscape, and scientific research relating to the most common forms of human street dog interactions.

The idea behind organizing the event was to invite the media to come together and be a part of the solution by recognizing the importance of presenting scientifically accurate and factual information to readers. "While we do not expect or even desire complete agreement from different stakeholders, careful and measured reporting can help to enable more productive debates and disagreements that are required to address complex problems like human-dog conflict" said Amshuman Dasarathy, an Associate at Socratus, an organization that is working to promote more nuanced public conversations on this issue.

This was the first in a series of media convenings that the group of organizations will be holding across the country.

# Experts Underscore Importance of Scientific Understanding & Balanced Strategies For Mitigating The Human-Dog Conflict In India

anmnewsenglish.in/regional-news/importance-of-scientific-understanding-and-balanced-strategies-4758923

Anusmita Bhattacharya

**By a staff reporter:** A group of human-animal studies researchers, scientists and welfare organisations came together on Wednesday to provide factual perspectives on human-dog conflicts and urged media organizations to report on and cover such instances in a more objective and proactive manner.

Dr. Anindita Bhadra, Associate Professor at IISER Kolkata, and an eminent scientist researching the behavioural ecologies of India's free-ranging dogs, set the context for the session. "We share a long history of sharing space with animals. Dogs and humans have co-existed for centuries in this land and they are an important component of the urban ecosystem. A scientific understanding of their lives and balanced ecosystem management can lead to conflict reduction and sustainable urban development."

The discussion, which took place at the Press Club here, focused on media reporting of dog bites and how it is often packaged as gruesome stories of terror, using tropes such as 'the dog menace' to whip public emotions while disregarding the socio-ecological complexities of human-dog relations.

The objective of the interactive session was to build towards more constructive reporting on human-dog conflict, as the media plays a vital role in shaping the future of conflict and coexistence.

"Animals will always co-exist with humans in cities. We cannot live in a sterile bubble and cannot wish away the inevitable conflict that arises. Objective media reporting can significantly temper the narrative of the human-animal relationship, and help with strategies for mitigating this conflict," said Varda Mehrotra, founder of Samayu, a non-profit working for positive outcomes for people, planet, and animals.

The gathering also called upon the media to avoid holding extreme positions on these topics of conflict. For instance, one of the discussion points was to negate arguments in favour of mass culling or the eradication of street dogs through other means such as confinement in 'shelters'. It was explained that eradication is rarely an effective or workable solution to reduce conflict, and can be counterproductive, especially in the complex social and ecological conditions found in a place such as India

"Public debates around street dogs emphasise human-dog conflict, and overlook commonplace positive interactions. A variety of strategies are needed to address different sources of conflict, ranging from environmental management, education, and neutering and vaccination. Public health initiatives are also needed to strengthen positive dimensions of people-street dog interactions as these contribute to human wellbeing directly as well as indirectly, as socialised street dogs are less likely to be involved in conflict," said Krithika Srinivasan, a Senior Lecturer in Human Geography at the University of Edinburgh, and principal investigator of a research study on street dogs and public health (ROH-Indies).

A dossier containing information on key elements related to human-dog conflict and strategies to address the same was also shared with journalists. This dossier includes data relating to rabies incidence in India, dog bite statistics, measures taken to address human-dog conflict and to manage dog populations, the lay of the legal landscape, and scientific research relating to the most common forms of human-street dog interactions.

The idea behind organizing the event was to invite the media to come together and be a part of the solution by recognizing the importance of presenting scientifically accurate and factual information to readers. "While we do not expect or even desire complete agreement from different stakeholders, careful and measured reporting can help to enable more productive debates and disagreements that are required to address complex problems like human-dog conflict" said Amshuman Dasarathy, an Associate at Socratus, an organization that is working to promote more nuanced public conversations on this issue.

This was the first in a series of media convenings that the group of organizations will be holding across the country.

# EXPERTS URGE BALANCED REPORTING ON HUMAN-DOG CONFLICT AT KOLKATA MEDIA CONVENING

Kolkata, June 12, 2024 – A consortium of researchers, scientists, and welfare organizations gathered in Kolkata on Wednesday to address the rising human-dog conflict in India. This event, the first of several planned engagements, aimed to promote a more balanced and informed media narrative on the issue. Scientific Perspectives Dr. Anindita Bhadra, Associate Professor at IISER Kolkata, highlighted the historical coexistence of humans and dogs. "Dogs and humans have co-existed for centuries in this land. A scientific understanding of their lives and balanced ecosystem management can lead to conflict reduction and sustainable urban development," Dr. Bhadra stated. The convening criticized the sensationalist media portrayal of dog bite incidents, which often exacerbates public fear and overlooks the complex socio-ecological dynamics at play. Constructive Reporting Varda Mehrotra, founder of Samayu, emphasized the media's role in shaping public perceptions and policies. "Objective media reporting can significantly temper the narrative of the human-animal relationship and help with strategies for mitigating this conflict," Mehrotra explained. Krithika Srinivasan, a Senior Lecturer at the University of Edinburgh, suggested a range of strategies for conflict mitigation, including environmental management, education, and neutering and vaccination programs. Data-Driven Approaches The media dossier shared during the event provided critical data on rabies incidence and dog bite statistics in India. Key points included:

- India accounts for over one-third of global rabies deaths, with efforts like the National Rabies Control Programme aiming to eliminate rabies by 2030.
- Rabies incidence in West Bengal has shown consistent improvement.
- Dog bite data from 2018 to 2023 indicates a generally declining trend.

Future Initiatives Amshuman Dasarathy from Socratus called for nuanced public conversations on human-dog conflict. "Careful and measured reporting can help to enable productive debates needed to address complex problems like human-dog conflict," Dasarathy stated. This Kolkata convening marks the start of a broader initiative to engage media and stakeholders across India, promoting a balanced and scientifically grounded discourse on human-dog conflict.

**সপ্তর্ষি সিংহ, টাইমস্ বাংলা ঃ** দিল্লি, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ-দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কুকুর মানুষের দ্বন্দ্বের খবর সামনে আসে ক্রমাগত। পাশাপাশি কুকুরদের উপর মানুষের অত্যাচারের

খবরও কম আসছে এমন নয়। ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া এই সংঘাত নিয়ে উদ্বিগ্ন বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীরা। এই দ্বন্দ্ব ও হিংসার বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত করেছেন তাঁরা। সেখানে বেলাগাম পশুপ্রেমের ঘটনার বিষয়ে কলকাতা প্রেস ক্লাবে আইসার কলকাতার ডগ ল্যাবের প্রধান বিজ্ঞানী অনিন্দিতা ভদ্র জানান, পারস্পরিক ও দ্বন্দ্ব মূল কারণগুলিতে মানুষের দায় সবচেয়ে বেশি। ৬৩% কুকুরের বাচ্চা মারা যাচ্ছে মানুষের জন্য। মানুষের সচেতনতার অভাবে বেশিরভাগ কুকুর ছানা মারা যায়।

# 'Scientific approach, balanced reporting must to lower human-dog conflict'

**ASHOK CHATTERJEE**
KOLKATA, 21 JUNE

Did you know that India accounts for over 1/3rd of global rabies deaths?

According to a study of rabies trends, using data from the National Health Profile (NHP), a collection of state-wise monthly health condition reports, 2,863 rabies cases in India were reported between 2005 and 2020. Five states contributed to over three-fourths of the total burden: West Bengal (43pc), Andhra Pradesh (10pc), Maharashtra (8pc), Karnataka (7pc) and Delhi (6pc). During this period, rabies incidence showed a significant decline from 2.36 to 0.41 per 10 million population.

In West Bengal, incidence of rabies has consistently declined in this period.

In another data from the ministry of health and family welfare on the number of dog bites between 2018-2023 suggests a decline in dog bite cases across the country over 5 years with a sharp drop in 2022 and then a rise again in 2023.

In Bengal, there were 22,627 cases in 2022, while it shot up to 42,905 in 2023. Likewise, in India there were 21,80,185 cases in 2022, going up to 27,59,758 in 2023.

These were the facts shared during an interactive session recently, where a group of human-animal studies researchers, scientists and welfare organisations came together to provide factual perspectives on human-dog conflicts. The discussion focused on how media reporting of dog bites is often packaged as gruesome, using cliches like 'dog menace' to whip public emotions. The interactive session focused on more constructive reporting on human-dog conflict.

They urged the media to report such instances in a more objective and proactive manner.

Dr Anindita Bhadra, associate professor at IISER Kolkata, and an eminent scientist researching the behavioural ecologies of India's free-ranging dogs, said, "A scientific understanding of dogs and balanced ecosystem management can lead to conflict reduction. Media reporting on human-animal conflict leads to divided opinion. There are three sets of people, dog lovers, haters and neutral. Both the lovers and haters are very vocal. But we found out that the neutral set of people are close to 60 per cent (the study is still ongoing)."

Anindita says at IISER they have created pamphlets on dos and don'ts which they shared with school children.

"People are feeding a large number of dogs in some pockets. This is not a very good idea. Dogs are territorial. If you keep increasing resources in an area, naturally the number of dogs will increase in that area. This will eventually lead to more human-dog and human-human conflict," added Anindita.

Varda Mehrotra, founder of Samayu, a non-profit working for positive outcomes for people and animals, agrees. She said, "Some regions have higher cases, be it bites or chases or other conflicts. Dogs fight because there is either very little or plenty of food available. If there is a lot, dogs will protect that territory."

She adds that in many states there is data available as dog-human conflict is such an understated issue. The project, RohIndi, is collecting data. They are now comparing the difference between urban and rural divide. They are studying different socio-economic classes and neighbourhoods. To address rabies, the National Rabies Control Programme (NRCP) was devised to eliminate it by 2030. In 2021, India declared human rabies notifiable, to ensure more accurate rabies incidence data, which is crucial for developing and implementing effective prevention and control measures.

On 9 January, 2023, the Bengal government passed an order declaring human rabies as a notifiable disease, said the dossier.